

'ও' এবং 'এ' লেবেল পরীক্ষা

সকালের পরীক্ষা

সন্ধ্যায়, বিকালের

মধ্যরাতে

যুগান্তর রিপোর্ট

হরতালের কারণে আজ 'ও' এবং 'এ' লেবেল পরীক্ষার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা ও রাত পৌনে ১২টায় এ পরীক্ষা নেয়া হবে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, অনিবার্য কারণে 'ও' এবং 'এ' লেভেলের সব পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। আজকের সকালের উভয় পরীক্ষা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এবং বিকালের উভয় পরীক্ষা রাত পৌনে ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে।

ইতিমধ্যে সব শিক্ষার্থীর কাছে টেক্সট (এসএমএস) পাঠানো হয়েছে। এরপরও যদি কেউ এসএমএস না পেয়ে থাকেন তাহলে আজ সকাল ৯টার পর ০৯৬৬৬৭৭৩৩৭৭ নম্বরে যোগাযোগ করে বিহারিত জানতে পারবেন।

বাংলাদেশে রাজধানী শহর ঢাকাসহ সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে এ পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে। এ দু'টি পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ও বিকাল এ সময়সূচি অনুযায়ী নেয়া হচ্ছে। পরীক্ষা চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। গত ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একযোগে এ পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যদিয়ে এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

গত বছরও হরতাল-অবরোধের কারণে মধ্যরাতে নেয়া হয়েছিল পরীক্ষা। তবে এবার অবরোধের মধ্যেও পরীক্ষা চলে আসছে। আজকের হরতালকে সামনে রেখে পরীক্ষার ব্যাপারে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কেননা, অতীতে কখনোই হরতালের মধ্যে দিনের বেলা পরীক্ষা নেয়া হয়নি। কিন্তু এ অবস্থার মধ্যেই বুধবার রাত ৯টা পর্যন্ত পরীক্ষার নতুন সময়সূচি ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে জানানতে না পেরে অনেক পরীক্ষার্থী-অভিভাবক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়েন।

দনিয়ার 'এ' লেবেল পরীক্ষার্থীর বাবা অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, যদি একটি পরীক্ষা আমার মেয়ে দিতে না পারে, তাহলে তার দেয়া সব ফি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। মেয়ের জীবন থেকে ৬টি মাস হারিয়ে যাবে।

গত বছরও হরতাল-অবরোধের কারণে মধ্যরাতে নেয়া হয়েছিল পরীক্ষা। তবে এবার অবরোধের মধ্যেও পরীক্ষা চলে আসছে। আজকের হরতালকে সামনে রেখে পরীক্ষার ব্যাপারে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কেননা, অতীতে কখনোই হরতালের মধ্যে দিনের বেলা পরীক্ষা নেয়া হয়নি। কিন্তু এ অবস্থার মধ্যেই বুধবার রাত ৯টা পর্যন্ত পরীক্ষার নতুন সময়সূচি ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে জানানতে না পেরে অনেক পরীক্ষার্থী-অভিভাবক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়েন।

দনিয়ার 'এ' লেবেল পরীক্ষার্থীর বাবা অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, যদি একটি পরীক্ষা আমার মেয়ে দিতে না পারে, তাহলে তার দেয়া সব ফি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। মেয়ের জীবন থেকে ৬টি মাস হারিয়ে যাবে।